নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা এবং স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সংস্থাসমূহ বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস ও পরিবহণ খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১,৮৭,৬০৯.০২ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪০,৮৩১.৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৬,০৫৫.৩৭ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮,৭৯০.৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ১০৯.৮৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে, যে সব সংস্থা মুনাফা করেছে তারা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ১,৯৩৩.৬৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ছিল ১,৮৩,১৭০.৩৬ কোটি টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৯,৭৩০.৯৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৮৪.৭৬ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার ২.২৫ শতাংশ হলেও তা হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.০১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পরিচালন রাজস্বের উপর নীট মুনাফার হার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০.০৩ শতাংশ এবং ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ০.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবার বাংলাদেশের সরকারি খাতের (Public sector) প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠান অলাভজনকভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইন বা অধ্যাদেশমূলে সৃজন করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩২টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং কর্মকাণ্ডের বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুদান (Grants in Aid) প্রদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকা এবং ৫৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৩৬,৪১৩.৮১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকার প্রদত্ত মোট প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ৫০,৭৮৩.১৫ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.৬৬ শতাংশ এবং জিডিপির ১.০১ শতাংশের সমান। স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা প্রদান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা

জাতীয় উৎপাদনশীলতা, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমসম্প্রসারণশীল ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের আওতা ও গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থার অ-আর্থিক (Non-financial) শ্রেণীভুক্ত মোট ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন (BSIC) অনুযায়ী ৭টি সেক্টরে বিভক্ত করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস সারণি ৯.১ এ দেখানো হলো:

সারণি ৯.১: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (অ-আর্থিক)

ক্র: নং	সেক্টর	সংস্থার সংখ্যা	সংস্থার নাম
১।	শিল্প	৬টি	বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন।
২।	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	৬টি	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ।
৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৮টি	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ।
৪।	বাণিজ্য	৩টি	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
৫।	কৃষি ও মৎস্য	২টি	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।
৬।	নির্মাণ	৬টি	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭।	সার্ভিস (সেবাসমূহ)	১৮টি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র), বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ।
		৪৯টি	

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উৎপাদন ও উপাদান আয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব ছিল ১৮৭,৬০৯.০২ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪০,৮৩১.৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৬.১০ শতাংশ। উক্ত সময়ে ক্রীত পণ্য ও সেবার মূল্য দাঁড়িয়েছে ১৭.৮৯ শতাংশ। উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৬,০৫৫.৩৭ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮,৭৯০.৪৮ কোটি টাকায়। মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৫৩ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৯ টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পরিচালন উদ্বৃত্ত ছিল ১১,৪৫৯.৪৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৮,০৫৭.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। সারণি ৯.২ এ ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রাজস্ব, মূল্য সংযোজন এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৯.২: ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার রাজস্ব, মূল্যসংযোজন এবং প্রবৃদ্ধির হার

(কোটি টাকায়)

খাত	অর্থবছর					প্রবৃদ্ধির হার (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩) পর্যন্ত
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
পরিচালন রাজস্ব	১৮৭,৬০৯.০২	১৭৪,১৭৬.৬০	১৯৬,০১১.১৩	২৫৭,৬১২.১৯	৩০৪,৮৩১.৮৩	১৬.১০
ক্রীত পণ্য ও সেবা	১৬১,৫৫৩.৬৫	১৪২,৪৮৭.১১	১৬০,৪৬০.৩৪	২৩৪,৮৫৩.৫০	৩১২,০৪১.৩৫	১৭.৮৯
মূল্য সংযোজন: উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবে	২৬,০৫৫.৩৭	৩১,৬৮৯.৪৯	৩৫,৫৫০.৭৯	২২,৭৫৮.৬৯	২৮,৭৯০.৪৮	২.৫৩
বেতন ও ভাতাদি	৬,৯০১.২৫	৬,৮৫১.৬৪	৬,৩০৮.৩৫	৬,১৬৯.৭৫	৬,৬৯৫.০০	(০.৭৬)
অবচয়	৭,৬৯৪.৬৪	১১,৬৯৬.৮৮	১০,৪৯০.৬১	১১,৭৬১.৯৩	১৪,০৩৮.২৪	১৬.২২
পরিচালন (উদ্বৃত্ত/লোকসান)	১১,৪৫৯.৪৮	১৩,১৪০.৯৭	১৮,৭৫১.৮৩	৪,৮২৭.০১	৮,০৫৭.২৪	(৮.৪৩)

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

নীট মুনাফা/লোকসান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ১০,৬৭৭.২৩ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে নীট মুনাফা ছিল ১০,৭১০.৯৬ কোটি টাকা। পরবর্তী বছরসমূহেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ মুনাফা অর্জন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নীট মুনাফা দাঁড়ায় ১,৭০৮.০৬ কোটি টাকা। এ সময় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩,৮৩০.৬৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি'র) নীট লোকসান হয়েছে ১১,১৬৩.৮১ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয়

মালিকানাধীন সংস্থার নীট মুনাফা/লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২১ এ দেখানো হলো।

সরকারি কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান

৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ২০২০-২১ অর্থবছরে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১,২৭৮.৮১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৮৭৯.৮৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (২১ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত) সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ১,০৩৭.২২ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত লভ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২২ এ দেখানো হলো।

সরকারি অনুদান/ভর্তুকি প্রদান

সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,৪৭৪.৬৮ কোটি টাকা প্রদান করেছে। সংশোধিত হিসাব মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭টি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে প্রদত্ত অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ ১,৫০৭.৭১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষকে ৫২৯.৭৪ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ৪৬০.৪৩ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনকে ১৮৯.০২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৩-২৪ (সংশোধিত) অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির পরিমাণ সারণি ৯.৩ এ দেখানো হলো:

সারণি ৯.৩: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারি অনুদান/ভর্তুকির (প্রত্যক্ষ) পরিমাণ

(কোটি টাকায়)

কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩ (সাময়িক)	২০২৩-২৪* (সংশোধিত)
বিজেএমসি	৭৭.২৯	৩৫.৮৪	৪১.৩৫	৩৭.৫১	-	-	-
বিআইডব্লিউটিসি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
আরডিএ	১.৫০	৪.০০	৩.০০	৩.০০	৩.১৮	২.৩৯	৩.৫০
বিআইডব্লিউটিএ	৪১৭.৩১	৪২৭.৫৯	৫০৪.৭৯	৫০৭.৮৫	৫১৯.২৬	৫২৯.৭৪	৫২৭.৮০
বিএসসিআইসি	১৬৩.৩৪	২০৮.৪৯	১৯৩.৯৮	১৯৭.০০	১৯৪.০৬	১৮৯.০২	১৯১.০৯
বিএসবি	২৩.০৭	২৬.৯৪	৩০.৫০	৩৩.৭০	৩০.০৬	২৬.৬৭	২৬.১৮
ইপিবি	৩৪.৮৪	২৮.৬৯	২৬.১৮	২৪.৩০	২৫.৪১	২৪.৩৫	১২.৯১
বিএডিসি	৪০৫.৯৫	৪১৫.৭৪	৪৭৭.২৯	৪৫৬.০০	৪৫৬.৩০	৪৬০.৪৩	৪৮২.১৭
এনএইচএ	১৯.০০	২০.০০	১৮.৭৭	১৯.০০	১৮.৭২	১৫.০২	১৮.২০
বেজা	১৪.০০	৭৩.৯৯	৭৩.৯৯	৪৪.১৩	৪৪.১৩	৩৬.৭৮	৪১.৩২
খুলনা ওয়াসা	১৪.৫০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৬.০০	১৬.০০	১৩.৮৫	১১.৪৩
রাজশাহী ওয়াসা	২৭.৬০	২৩.৭৩	২২.২৭	২৩.৬৪	২৪.১৬	২০.৫৭	২২.৬৪
বিএসআরটিআই	৬.১১	৬.১৯	৬.৫৬	-	-	-	-
বিএসএমআরএন	৪.৫৯	৫.১৩	৫.৭১	৫.১০	৫.৫৭	৪.৫২	৮.৯৭
সিবিডিএ	৬.৬৫	১২.০০	১২.০০	৭.৫৫	৭.৫৫	৫.৭২	৭.১৮
বিটাক	৪৫.২৯	৫৭.৪০	৬২.৫৮	৬২.৫৮	৬২.৩৬	৫৭.৬৩	৫২.৪০
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ						৮৭.৪৯	১০১.৪২
মোট	১,২৬১.৫৪	১,৩৬১.৭৩	১,৪৯৪.৯৭	১,৪৩৭.৮৬	১,৪০৭.২৬	১,৪৭৪.৬৮	১,৫০৭.৭১

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ। * ২১.০৪.২০২৪ পর্যন্ত

সরকারি দায়-দেনা (Debt Service Liabilities)

অর্থ বিভাগের ডিএসএল অধিশাখা ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৪২টি স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় (স্ব-শাসিত) সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। হিসাবমতে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসব অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিকট মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৯৪,৪৯,৬২৬.৭৫ লক্ষ টাকা। সরকারের ডিএসএল পাওনা ও আদায়ের সাময়িক হিসাব পরিশিষ্ট-২৩ এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৬৫,০৮৯.৪৮ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে, যার মধ্যে শ্রেণি বিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১৮৩.৬২ কোটি টাকা। যে সকল সংস্থার নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ রয়েছে সেগুলো হলো- বিএডিসি (১৭,৭০৩.৫২ কোটি টাকা), বিসিআইসি (৮,০২৬.৬৫ কোটি টাকা), বিপিসি (৯,৮৬৩.৫৮ কোটি টাকা), বিএসএফআইসি (৮,৫৯৭.১৪ কোটি টাকা), বিপিডিবি (৬,৭০২.৭৭ কোটি টাকা), টিসিবি (৭,৪৪৬.৭৯ কোটি টাকা), বিবিসি (৪,৪৮২.৫৪ কোটি টাকা) এবং বিআইডব্লিউটিসি (৪,৪৮২.৫৪ কোটি টাকা)। অন্যদিকে, যে সকল সংস্থাকে প্রদত্ত ঋণ শ্রেণিবিন্যাসিত হয়েছে সেগুলো হলো- বিজেএমসি (১৩১.৩০ কোটি টাকা), বিএডিসি (২১.২৭ কোটি টাকা), বিটিএমসি (২৪.৯ কোটি টাকা)।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের বকেয়া ও শ্রেণি বিন্যাসকৃত ঋণের ক্রমপুঞ্জিভূত পরিমাণ পরিশিষ্ট-২৪ এ দেখানো হলো।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক বিশ্লেষণ

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মোট সম্পদের ওপর মুনাফার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেননা, বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেশিরভাগ সম্পদ ও ঋণ সরকার অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যোগান দেয়া হয়ে থাকে। সারণি ৯.৪ এ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৯টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অর্জিত মুনাফার পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণি ৯.৪: ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের অর্জিত মুনাফা (কোটি টাকায়)

খাত	অর্থবছর					প্রবৃদ্ধির হার (২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩)
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১। পরিচালন রাজস্ব	১৮৭,৬০৯.০২	১৭৪,১৭৬.৬০	১৯৬,০১১.১৩	২৫৭,৬১২.১৯	৩৪০,৮৩১.৮৩	১৬.১০
২। পরিচালন উদ্বৃত্ত	১১,৪৫৯.৪৮	১৩,১৪০.৯৭	১৮,৭৫১.৮৩	৪,৮২৭.০১	৮,০৫৭.২৪	(৮.৪৩)
৩। পরিচালন বহির্ভূত রাজস্ব	৪,৬৮৯.২৮	৫,২৩৪.৬০	৫,৬৭০.৪৩	৫,৩২১.৯৯	৬,৬৫৭.৯৭	৯.১৬
৪। কর্মচারী অংশীদারি তহবিল	৭৭.২৬	৭৫.৫১	৭০.৭৫	৭৪.৩০	৯৬.১৭	৫.৬৩
৫। সুদ	৩,৮৫১.৩৮	৩,৯৫৬.৬৯	৪,০৭৬.২১	৪,৬৫১.৯৯	৫,৬৫৮.২৮	১০.০৯
৬। করপূর্ব নীট লাভ/লোকসান	১২,১১৫.৮০	১৪,২৯৩.১০	২০,২৭২.৭৫	৪,৮০৮.৫৫	৬,০৬০.৪২	(১৫.৯০)
৭। কর	১,৪৩৮.৫৭	৩,৫৮২.১৪	৫,১১৩.১৪	৩,১০০.৪৯	৫,৯৫০.৫৩	৪২.৬১
৮। কর উত্তর নীট লাভ/লোকসান	১০,৬৭৭.২৩	১০,৭১০.৯৬	১৫,১৫৯.৬১	১,৭০৮.০৬	১০৯.৮৯	(৬৮.১৫)
৯। লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড)	৯২০.০৬	১,৪২৪.২১	১,২৭৮.৮১	৮৭৯.৮৪	১,৯৩৩.৬৮	২০.৪০
১০। সংরক্ষিত আয়	৯,৭৫৭.১৭	৯,২৮৬.৭৫	১৩,৮৮০.৮০	৮২৮.২২	(১,৮২৩.৭৯)	(৩৩.৫৪)
১১। মোট বিনিয়োগ/ফান্ড	৫০৯,৬৫১.০৫	৫৫৫,৭৮০.২৭	৫৮৭,৮৪৩.৪৪	৬৬১,০০৭.৭৪	৭৯৪,৯৭৪.৩৭	১১.৭৬
১২। ইক্যুইটি	১২২,১৯২.৭১	১৭৮,০৯২.৬২	২০৯,৯৬৫.০৯	২০২,১৩৫.৪৯	২১০,১২২.১৯	১৪.৫১
১৩। মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (২/১১)	২.২৫	২.৩৬	৩.১৯	০.৭৩	১.০১	(১৮.০৬)
১৪। পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার (৮/১)	৫.৬৯	৬.১৫	৭.৭৩	০.৬৬	০.০৩	(৭২.৫৭)
১৫। ইক্যুইটির ওপর লভ্যাংশের হার (৯/১২)	০.৭৫	০.৮০	০.৬১	০.৪৪	০.৯২	৫.১৪
১৬। মোট সম্পদের টার্নওভার (১/১১)	০.৩৭	০.৩১	০.৩৩	০.৩৯	০.৪৩	৩.৮৮

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ, ২১ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত।

লেখচিত্র: ৯.১ মোট সম্পদের উপর পরিচালন লোকসান ও মুনাফার হার এবং ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার

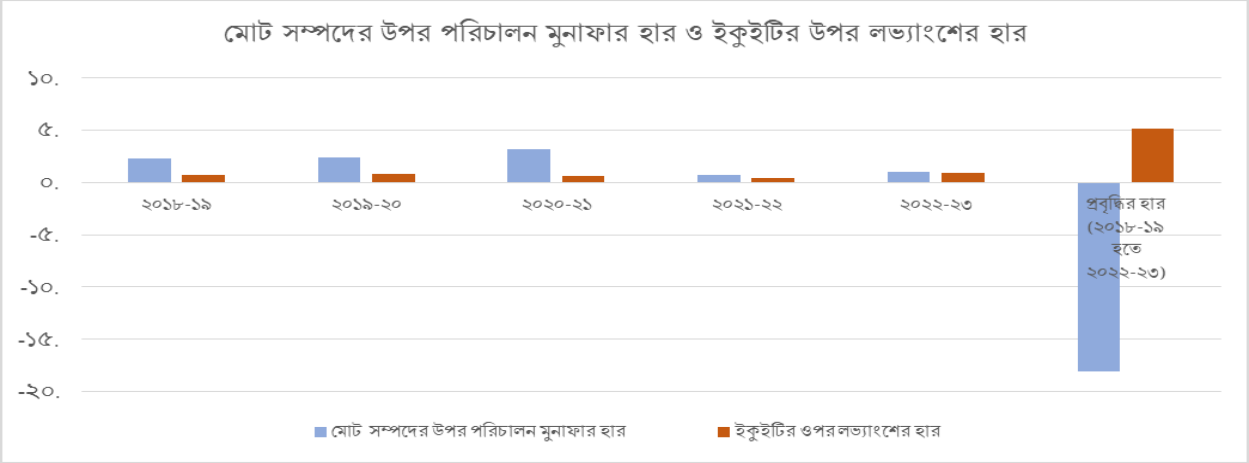

উৎস: মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।

সারণি ৯.৪ হতে দেখা যায়, ৪৯ টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মোট সম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২.২৫ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.০১ শতাংশে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার ছিল ৫.৬৯ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমে ০.০৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ০.৭৫ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ছিল ০.৪৩ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের ০.৩৩ শতাংশের তুলনায় বেশি।

(খ) স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলত অলাভজনকভিত্তিতে স্বল্পমূল্যে বা বিনা মূল্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠান আইন বা অধ্যাদেশমূলে সৃজন করা হয়। সরকারি চাকুরি আইন ২০১৮ অনুযায়ী স্ব-শাসিত সংস্থা অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইনের বিধান দ্বারা অথবা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত এবং স্ব-শাসনে পরিচালিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন কমিশন অথবা কোন কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, ইনস্টিটিউশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যার স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা রয়েছে [ধারা-২ (১৮)]। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা প্রদান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে সহায়তা প্রদান করা হয়, যা অনুদান (Grants in Aid) বলে পরিচিত। এ অনুদানের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা এবং নিজস্ব আয়ের ওপর নির্ভর করে। স্ব স্ব আইনে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে। উক্ত তহবিলে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়, সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান, দেশি বা বিদেশি সংস্থা হতে প্রাপ্ত ঋণ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৩২টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ২০টি কর্তৃপক্ষ, ১২টি কমিশন, ২৭টি বোর্ড, ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫টি একাডেমি, ৩৩টি ইনস্টিটিউট, ২৩টি কাউন্সিল, ১৮টি ট্রাস্ট, ১০টি ফাউন্ডেশন, ০৫টি কেন্দ্র, ০৫টি সংস্থা এবং ০৬টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে (সংযোজনী-১)।

এছাড়া, বাংলাদেশে ০৭ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পরিগণিত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৯টি পৌরসভা, ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৪৫৭৩টি ইউনিয়ন পরিষদ, ০৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ০১টি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদসহ মোট ৫,৪৭৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে Transfer-এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর নতুন নতুন স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। সরকারি সেবা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল জনসাধারণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিগত এক দশকে ৬৬টি প্রতিষ্ঠান (২০১৪ -২টি, ২০১৫ -৫টি, ২০১৬ -১১টি, ২০১৭ -৪টি, ২০১৮ -১৩টি, ২০১৯ -৬টি, ২০২০ -৬টি, ২০২১ -৪টি, ২০২২ -২টি ও ২০২৩ -১৩টি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে বরাদ্দকৃত বার্ষিক অনুদান (Grants in Aid)

স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবছর সরকার পরিচালন (Operating) ও উন্নয়ন (Development) খাতে অনুদান (Grants in Aid) বাবদ আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালন খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০,২৫৩.৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকায়। উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২২,৮৬৯.৯৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩৬,৪১৩.৮১ কোটি টাকায়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে সরকারের মোট বরাদ্দ নিম্নে প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯.২ ও লেখচিত্র ৯.৩):

লেখচিত্র ৯.২: বিগত ৫ অর্থবছরে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালন খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

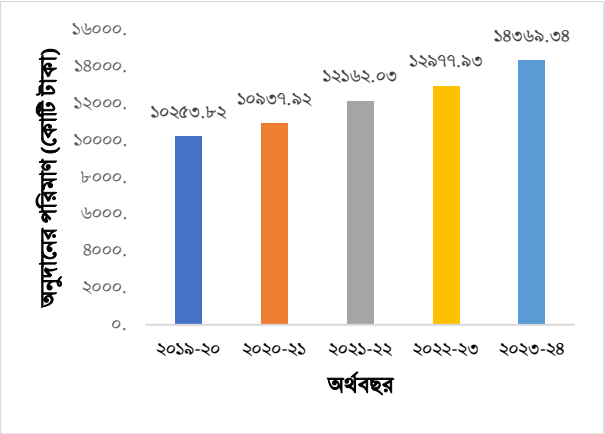

লেখচিত্র ৯.৩: বিগত ৫ অর্থবছরে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

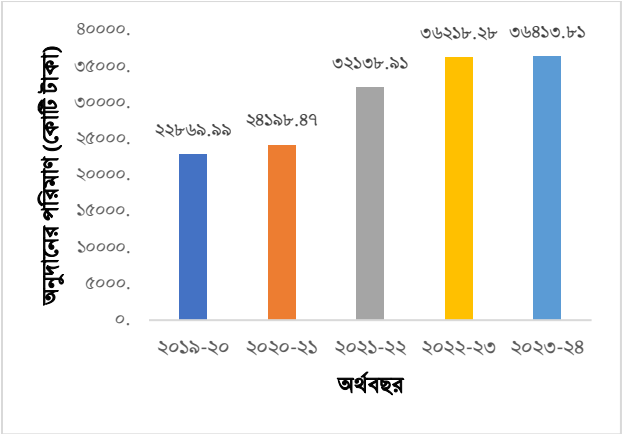

উৎস: iBAS++

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ২৭৩টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন বাবদ ১৭,৫২৪.৯৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, তন্মধ্যে ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। শতকরা হিসেবে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালন খাতে মোট প্রদত্ত অনুদানের ৮২ শতাংশ প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য ধরনের ১৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন বাবদ মোট ৩,১৫৫.৫৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয় যা অনুদান বাবদ মোট বরাদ্দের ১৮ শতাংশ (লেখচিত্র ৯.৪)।

উন্নয়ন অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১৩টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে ১,১৮,০৫৭.৬৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৫৫টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে ৩৬,৪১৩.৮১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়, যা মোট উন্নয়ন অনুদানের প্রায় ৩১ শতাংশ। অপরদিকে অন্যান্য ধরনের ৫৮টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮১,৬৪৩.৮৭ কোটি টাকা বা মোট উন্নয়ন অনুদানের ৬৯ শতাংশ প্রদান করা হয় (লেখচিত্র ৯.৫)।

লেখচিত্র ৯.৪: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

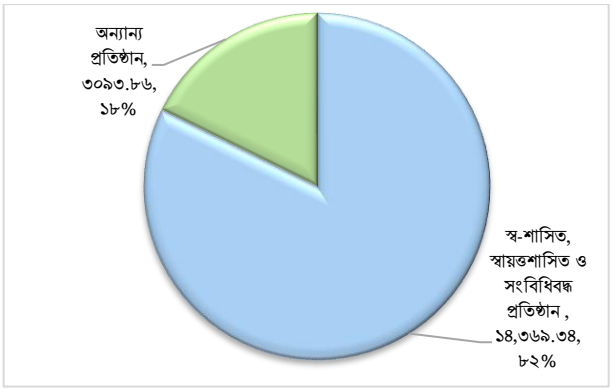

লেখচিত্র ৯.৫: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

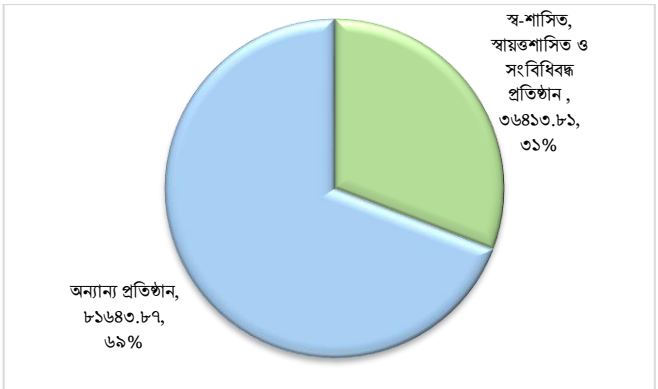

উৎস: iBAS++

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পরিচালন ও উন্নয়ন অনুদান বাবদ মোট ১,৩৫,৫৮২.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা জাতীয় বাজেটের ১৭.৭৯ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৭০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ৫০,৭৮৩.১৫ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.৬৬ শতাংশ এবং জিডিপির ১.০১ শতাংশের সমান।

মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালন খাতে ১৪,৩৬৯.৩৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয় (লেখচিত্র ৯.৬)। পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১২,৭৩০.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৮৮ শতাংশের অধিক।

অপরদিকে, উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৪,৪৫৯.৭৯ কোটি টাকা, যা উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৯৪ শতাংশের অধিক। নিম্নে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৫টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত ৩৬,৪১৩.৮১ কোটি টাকা অনুদানের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯.৭):

লেখচিত্র ৯.৬: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

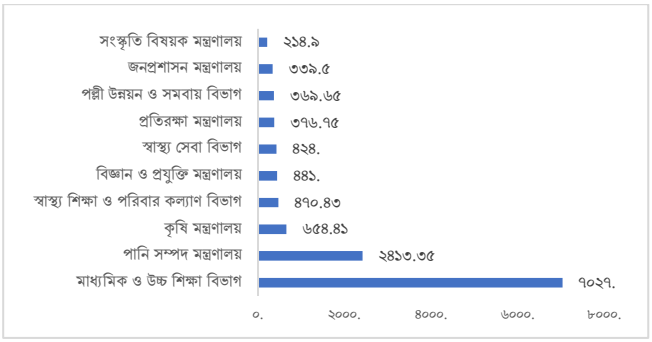

লেখচিত্র ৯.৭: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

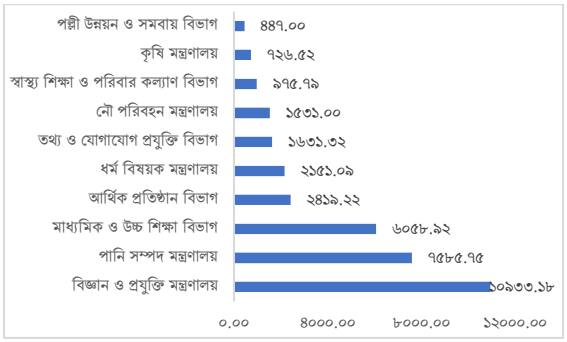

উৎস: iBAS++

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ অনুদান প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১১,০৯৮.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র ৯.৮)। এ ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিচালন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৭৭ শতাংশের অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

অপরদিকে, উন্নয়ন অনুদানের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩২,২৬৭.৯৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এ ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অনুদানের ৮৮ শতাংশের অধিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুদানের পরিমাণ প্রদর্শিত হলো (লেখচিত্র ৯.৯):

লেখচিত্র ৯.৮: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

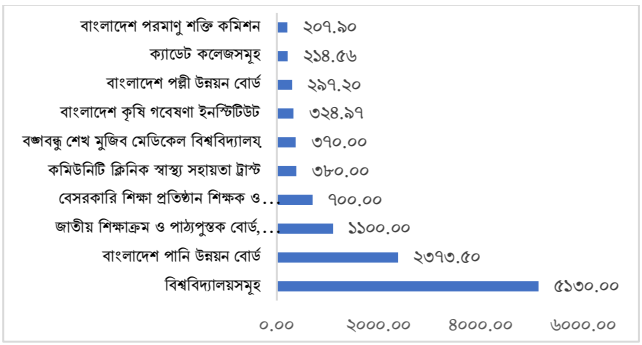

লেখচিত্র ৯.৯: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত অনুদানের পরিমাণ (কোটি টাকা)

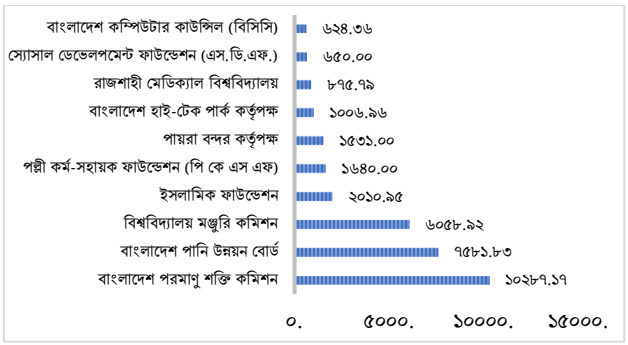

উৎস: iBAS++

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন খাতে অনুদানপ্রাপ্ত ১৩৭টি স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৯১টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন আয় নেই। ৪৬টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় থাকলেও সম্মিলিতভাবে এর পরিমাণ ১,৪৩৯.৫৯ কোটি টাকা। এ আয় দ্বারা প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট পরিচালন ব্যয়ের মাত্র ১০ শতাংশ নির্বাহ করা সম্ভব। স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাত যেমন- কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, সংস্কৃতির বিকাশ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের অপ্রতুলতার জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব।

সংযোজনী ১: প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুসারে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম
কর্তৃপক্ষ	
১.	গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
২.	সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৩.	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
৪.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৫.	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
৬.	বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৭.	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
৮.	মাইক্রক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি
৯.	হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
১০.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১১.	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ
১২.	সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব কর্তৃপক্ষ
১৩.	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৪.	নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১৫.	বাংলাদেশ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
১৬.	নারায়ণগঞ্জ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (নারায়ণগঞ্জ ওয়াসা)
১৭.	বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি
১৮.	বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ
১৯.	বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ
২০.	সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
কমিশন	
২১.	দুর্নীতি দমন কমিশন
২২.	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
২৩.	সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
২৪.	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
২৫.	ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন
২৬.	তথ্য কমিশন
২৭.	পরমাণু শক্তি কমিশন
২৮.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
২৯.	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
৩০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন
৩১.	আইন কমিশন
৩২.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
ইনস্টিটিউট	
৩৩.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৪.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৫.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)
৩৬.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
৩৭.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৮.	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩৯.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪০.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪১.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
৪২.	শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
৪৩.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট
৪৪.	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
৪৫.	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৪৬.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৪৭.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ
৪৮.	নজরুল ইনস্টিটিউট
৪৯.	দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ
৫০.	ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ
৫১.	ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট
৫২.	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
৫৩.	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৫৪.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি
৫৫.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
৫৬.	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৫৭.	প্রেস ইনস্টিটিউট
৫৮.	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট
৫৯.	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
৬০.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান
৬১.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট খাগড়াছড়ি
৬২.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি
৬৩.	বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট
৬৪.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্ট্যাডিজ
কাউন্সিল	
৬৫.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল
৬৬.	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
৬৭.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
৬৮.	ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল
৬৯.	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল
৭০.	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
৭১.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
৭২.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৭৩.	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল
৭৪.	বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
৭৫.	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
৭৬.	বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ
৭৭.	বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)
৭৮.	বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল
৭৯.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
৮০.	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
৮১.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

৮২.	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৮৩.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
৮৪.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ
৮৫.	ক্যাডেট কলেজ কাউন্সিল
৮৬.	বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল
ট্রাস্ট	
৮৭.	নিউরো ডেভেলপমেন্ট সুরক্ষা ট্রাস্ট
৮৮.	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট
৮৯.	ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট
৯০.	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৯১.	খ্রীস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৯২.	বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৩.	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট
৯৪.	সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৫.	কমিনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট
৯৬.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
৯৭.	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট
৯৮.	বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট
৯৯.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
১০০.	বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট
১০১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট
১০২.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট
১০৩.	The Santosh Islamic University Board of Trustees
ফাউন্ডেশন	
১০৪.	জয়িতা ফাউন্ডেশন
১০৫.	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
১০৬.	লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
১০৭.	জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
১০৮.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
১০৯.	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
১১০.	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন
১১১.	ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন
১১২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এএমই)
১১৩.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
প্রশাসক	
১১৪.	বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসক
১১৫.	যাকাত ফান্ড প্রশাসক
একাডেমি	
১১৬.	বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি
১১৭.	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
১১৮.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
১১৯.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা
১২০.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া
১২১.	বাংলা একাডেমি
১২২.	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
১২৩.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি
১২৪.	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি মৌলভীবাজার
১২৫.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি রাজশাহী

১২৬.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
১২৭.	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
১২৮.	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি
১২৯.	শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর
১৩০.	শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর
বোর্ড	
১৩১.	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
১৩২.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
১৩৩.	পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড (এপিএমবি)
১৩৪.	বাংলাদেশ এ্যাক্রোডিটেশন বোর্ড
১৩৫.	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
১৩৬.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৩৭.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
১৩৮.	বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথ বোর্ড
১৩৯.	ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড
১৪০.	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
১৪১.	নিম্নতম মজুরি বোর্ড
১৪২.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
১৪৩.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১৪৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
১৪৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
১৪৬.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম
১৪৭.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট
১৪৮.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
১৪৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
১৫০.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর
১৫১.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল
১৫২.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ
১৫৩.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
১৫৪.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
১৫৫.	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড
১৫৬.	বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড
কেন্দ্র	
১৫৭.	লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
১৫৮.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)
১৫৯.	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
১৬০.	জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
১৬১.	আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ
সংস্থা	
১৬২.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
১৬৩.	জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৬৪.	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
১৬৫.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
১৬৬.	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)
জাদুঘর	
১৬৭.	জাতীয় জাদুঘর
১৬৮.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিশ্ববিদ্যালয়	

১৬৯.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭০.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৭১.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৭২.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৩.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৪.	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৫.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৬.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৭.	জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১৭৮.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭৯.	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
১৮০.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
১৮১.	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ
১৮২.	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা
১৮৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ
১৮৪.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
১৮৫.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৬.	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৭.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৮.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
১৮৯.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯০.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯১.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯২.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৩.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি
১৯৫.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি
১৯৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
১৯৮.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়
২০০.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২০১.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২০২.	হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৩.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৪.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৫.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ
২০৭.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর
২০৮.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২০৯.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১০.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১১.	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১২.	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৩.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর
২১৪.	চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৫.	সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৬.	কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২১৭.	ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়
২১৮.	মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর
২১৯.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
২২০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ
২২১.	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন
২২২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)
২২৩.	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
২২৪.	চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
২২৫.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
২২৬.	শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	
২২৭.	এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই)
২২৮.	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)
২২৯.	বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস
২৩০.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নওগাঁ
২৩১.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দিনাজপুর
২৩২.	ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হালুয়াঘাট